112

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

ক্যাম্পাসের অস্ত্রবিহীন মেয়ে ক্যাডার

শিউলি আফছার

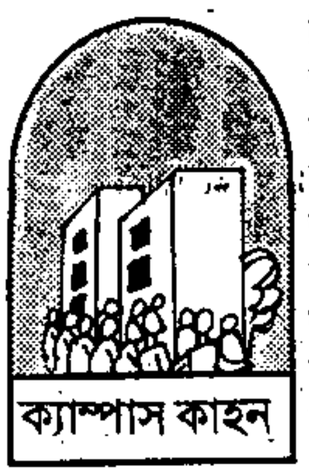
ক্যাম্পাস কাহন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে প্রায়ই অস্থিতিশীল, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। ঐসব ঘটনার জন্য যারা ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে ক্যাডার থাকবে না এ ভাবা যায় না। তবে প্রশ্ন হলো ক্যাডার কি শুধুই ছেলে ক্যাডারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? সময়ের সাথে সাথে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় বাংলাদেশের অনেক শিক্ষাঙ্গনে মেয়ে ক্যাডারও তৈরি হয়েছে ইতোমধ্যে। তবে মেয়ে ক্যাডারদের অধিকাংশই অস্ত্রবিহীন। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হল, রোকেয়া হলে কয়েকবার সার্চ করার পরও রান্না করার বটি, হাড়ি-পাতিল ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। অনেকেই মনে করে অস্ত্রধারী ক্যাডাররা বিভিন্ন সময়ে অস্ত্রগুলো মেয়েদের হলে সরিয়ে রাখে হয়তো। এ ধারণাকেও ভুল বলা ঠিক হবে না কারণ ইডেন কলেজের কিছু মেয়ের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, তাদের হলগুলোতে বিখ্যাত রাজনৈতিক দলের একজন সুন্দরী নেত্রীর পরম বন্ধু নাকি অস্ত্র। গতবছর শামসুন নাহার হলে দু'দলের হাতাহাতির একপর্যায়ে একটি দল ইডেন কলেজ থেকে তাদের অস্ত্রধারী ক্যাডারদের দিয়ে শামসুন নাহার হলে টহলও দিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ মেয়েদের হলে অস্ত্রবিহীন কিছু রাজনৈতিক ক্যাডার রয়েছে যাদের হাতে হলের অনেককিছুই জিম্মি থাকে। নিজেদের অবশ্য তারা প্রতিবাদী বলে জাহির করে। আর সাধারণ মেয়েরা তাদের মনে করে ক্যাডার। এসমস্ত মেয়েদের হলে আধিপত্যের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নেই বলেই তারা অস্ত্রধারণ করে না। তবে তাদের ঐতিহাসিক মুখের ব্যবহার অঙ্গভঙ্গি অস্ত্রকে হার মানায় বলে অনেক সাধারণ ছাত্রীরা মনে করে। একথা সত্যি অস্ত্র দেখিয়ে বিভিন্ন হলের ডাইনিংয়ে খাওয়া সিট দখল করা বা আরিফের মতো ক্যাডারকে হত্যা করার ভয়াবহ পরিস্থিতি মেয়ে ক্যাডারদের দ্বারা আজো ঘটেনি

অথবা ঘটার প্রয়োজন হয়নি। মেয়েদের হলগুলোতে মেয়ে ক্যাডার বা ক্যাডারনীদের বড় শিকারে পরিণত হয় গ্রাম থেকে আসা সিট সমস্যাগ্রস্ত সাধারণ মেয়েরা। প্রতিবছর প্রতিটি হলের নেত্রীবৃন্দ বা তাদের অধীনস্থ একটু হামকীধামকী দিতে পারে এমন ক্যাডাররা তাদের সিট দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে মিছিল মিটিংয়ে ব্যবহার করে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সহজ-সরল এই মেয়েরা এসব ক্যাডারদের কাছে ইচ্ছে করেও মাঝে মাঝে আসে যদি তার সিট সমস্যার সমাধান হয়। এরকমই একজন অভিভাবক যিনি নিজে দ্বৈতাবাসের জন্য তার মেয়েকে বগুড়া থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে মেয়ে ক্যাডাররা কিন্তু ছেলে ক্যাডারেরই প্রেমে বেশি পড়ে। ফলে ক্যাডার-ক্যাডারনী মিলে তৈরি হয় ক্যাডার সমাজ। ছেলেদের ক্ষেত্রে অনেকে যেমন লিডার থেকে ক্যাডার হয় মেয়েদের হলে অনেকেই ক্যাডার থেকে লিডার হয়, বিপরীত লিঙ্গের এ যেন এক বৈপরীত্য বিভিন্ন হলের অনেক সাধারণ মেয়েদের বিশ্বাস সিট সংকট দূর হলে হলের ভিতরে মেয়ে ক্যাডারদের ব্যবহারও দূর হবে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ হাজার ৪শ' ২৯ জনের মধ্যে ৮ হাজার ৩১ জন ছাত্রী। অথচ তাদের জন্য হল মাত্র ৩টি। ৩টি হলে ছাত্রীদের সিট রয়েছে মাত্র ২ হাজার ৫শ' ৫৬টি। কাজেই অভাব আগামী কন্যা-জায়া-জননীর স্বভাব নষ্ট করুক কিংবা ক্যাডার পরিচিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ এটা কারো কাম্য নয়।